কালীঘাট পটচিত্র: এক ঐতিহ্যবাহী বাঙালি শিল্পকলার পরিচয়: বাংলার লোকশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন

Semester IV UG/AH/HIST/405 SEC-2: Understanding Popular Culture

SREERUPA BHATTACHARJEE

DEPARTMENT OF HISTORY

ASSISTANT PROFESSOR

KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA

কালীঘাট পটচিত্র: এক ঐতিহ্যবাহী বাঙালি শিল্পকলার পরিচয়:
বাংলার লোকশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন

উৎপত্তি এবং ইতিহাস:

- ১৯ শতকের গোড়ার দিকে, কলকাতার কালীঘাট মন্দিরের আশেপাশের এলাকায় কালীঘাট পটচিত্রের উদ্ভব ঘটে। এই শিল্পরীতির প্রাথমিক চিত্রকররা ছিলেন কালীঘাট মন্দিরের কাছে পটের উপর ছবি এঁকে বিক্রি করা পটুয়ারা। তারা সাধারণত হিন্দু দেবদেবী, বিশেষ করে কালী, শিব, লক্ষ্মী, এবং অন্যান্য পৌরাণিক চরিত্রের ছবি আঁকতেন। তবে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রও তাদের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- কালীঘাট পটচিত্রের উৎপত্তি এবং বিকাশের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল:

- **ধর্মীয় কেন্দ্র:** কালীঘাট মন্দির ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র, যেখানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হতো। পটুয়ারা এই ভক্তদের কাছে দেবদেবীর ছবি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
- **নগরায়ণ:** ১৯ শতকে কলকাতার দ্রুত নগরায়ণের ফলে নতুন নতুন শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়েছিল, যারা ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। পটুয়ারা তাদের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আঁকতে শুরু করেন।
- **ব্রিটিশ প্রভাব:** ব্রিটিশ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিল্পের সাথে ভারতীয় শিল্পের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এর ফলে কালীঘাট পটচিত্রের রং, রেখা, এবং বিষয়বস্তুর উপর কিছুটা প্রভাব পড়ে।

- কালীঘাট পটচিত্র একটি গতিশীল শিল্পরীতি। সময়ের সাথে সাথে এর বিষয়বস্তু এবং শৈলীর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় বিষয়বস্তুতে আবদ্ধ থাকলেও, পরবর্তীকালে এতে সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি ব্যঙ্গাত্মক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শিল্পরীতির বিবর্তন বাংলার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটায়।

বৈশিষ্ট্য:

- **১. সাহসী ও প্রাণবন্ত রেখা:** কালীঘাট পটচিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর স্পষ্ট ও সাহসী রেখা। এই রেখাগুলি চিত্রকে প্রাণবন্ত এবং গতিশীল করে তোলে।
- **২. উজ্জ্বল রং:** কালীঘাট পটচিত্রে প্রাথমিক রংগুলির (লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই উজ্জ্বল রংগুলি চিত্রকে আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত করে তোলে।
- **৩. সরল ও প্রতীকী উপস্থাপনা:** কালীঘাট পটচিত্রে চিত্রগুলি খুব সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়। এতে অতিরিক্ত বিবরণ বা অলঙ্করণ ব্যবহার করা হয় না। চিত্রগুলি প্রতীকী এবং সহজেই বোধগম্য।
- **৪. ধর্মীয় ও লৌকিক বিষয়বস্তু:** কালীঘাট পটচিত্রে প্রধানত হিন্দু দেবদেবী, পৌরাণিক চরিত্র এবং লৌকিক জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য চিত্রিত হয়। শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর চিত্র খুব জনপ্রিয়।
- **৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাষ্য:** ঊনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, কালীঘাট পটচিত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিও প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই সময়ের পটচিত্রে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি চিত্রিত হয়।
- **৬. স্বতন্ত্র শিল্পরীতি:** কালীঘাট পটচিত্রের একটি স্বতন্ত্র শিল্পরীতি রয়েছে। এর রং, রেখা, বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা শৈলী অন্য কোনও শিল্পরীতির সাথে মিল খায় না।
- **৭. সস্তা এবং সহজলভ্য মাধ্যম:** কালীঘাট পটচিত্র সাধারণত কাগজ বা পাটের কাপড়ের উপর আঁকা হয়। এটি তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং সহজলভ্য মাধ্যম, যা সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।
- **৮. বিবর্তনশীল শিল্প:** কালীঘাট পটচিত্র একটি বিবর্তনশীল শিল্প।

পটের প্রকারভেদ ও বিষয়বস্তু

- পট শব্দের প্রকৃত অর্থ হল **কাপড়**। শব্দটি সংস্কৃত "পট্ট" থেকে এসেছে। বর্তমানে এই শব্দটিকে *ছবি, ছবি আঁকার মোটা কাপড় বা কাগজের খন্ড* ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার করা হয়। পটের উপর তুলির সাহায্যে রং লাগিয়ে বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তোলাই পট চিত্রের মূলকথা। এতে কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে চিত্রিত হতে থাকে । অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে পটচিত্র এ উপমহাদেশের শিল্প জনজীবনের আনন্দের উৎস শিক্ষার উপকরণ এবং ধর্মীয় আচরণের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের পটচিত্রের মধ্যে **গাজীর পট** ও পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রের মধ্যে **কালীঘাটের পট** উল্লেখযোগ্য । পট মূলত দুই ধরনের রয়েছে। যথা:

- **জড়ানো পট:** এ ধরনের পট ১৫-৩০ ফট লম্বা এবং ২-৩ ফুট চওড়া হয়।
- **চৌকা পট:** এগুলোর আকারে ছোট হয়।

- কাপড়ের উপর গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে একটি জমিন তৈরি করা হয়। সেই জমিনের উপর তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হয়।

- পটের প্রকারভেদ

- বিষয়বৈচিত্র অনসারে সংগহীত পটগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে·যেমন-চকসদন পট যমপট সাহেবপট কালিঘাটপট গাজিপট সত্যপীরেরপট পাবজীপট হিন্দুপান পট ইত্যাদি। সাধারণভাবে পটকে ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেগুলি হল - বিষয়নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ধর্মীয় সামাজিক এবং পরিবেশগত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বিষয়নিরপেক্ষ পটগুলির মধ্যে যে কোনও ধরনের নর ও নারীর ছবি অথবা শিল্পচিত্র দেখা যায় এবং সামাজিক পট বলতে বোঝায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে পটচিত্র গুলি অঙ্কণ করা হয় সেইগুলি। যেমন পোলিও টীকাকরণ অভিযান ম্যালেরিয়া দূরীকরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতী বৃক্ষরোপন এইডস সম্বন্ধীয় সচেতনতা বৃদ্ধি মানবাধীকার ও নারীনিগ্রহ বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি সঙ্ক্রান্ত পটচিত্রগুলি।

কালীঘাট পটচিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিক শিল্পে প্রভাব

- কালীঘাট পটচিত্র শুধুমাত্র একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতি নয়, বরং আধুনিক সময়েও এর প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। এই শিল্পরীতি বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং আধুনিক শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।
- **কালীঘাট পটচিত্রের প্রাসঙ্গিকতা:**
  - **ঐতিহ্যের সংরক্ষণ:** কালীঘাট পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শিল্পরীতির সংরক্ষণ ও প্রচার বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে।
  - **সামাজিক প্রতিফলন:** কালীঘাট পটচিত্র শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। এর মাধ্যমে আমরা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারি।
  - **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** কালীঘাট পটচিত্র শিল্পীদের জীবিকা নির্বাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এছাড়াও, এটি পর্যটন শিল্পের একটি আকর্ষণ, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
  - **শিক্ষামূলক গুরুত্ব:** কালীঘাট পটচিত্র শিক্ষার্থীদের বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, এবং শিল্প সম্পর্কে জানার একটি সুযোগ প্রদান করে।
- **আধুনিক শিল্পে প্রভাব:**
  - **অনুপ্রেরণার উৎস:** কালীঘাট পটচিত্রের সাহসী রেখা, উজ্জ্বল রং, এবং সরল উপস্থাপনা আধুনিক শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে। অনেক আধুনিক শিল্পী তাদের কাজে কালীঘাট পটচিত্রের উপাদান ব্যবহার করেন।
  - **নতুন মাধ্যম:** কালীঘাট পটচিত্রের ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম ছিল কাগজ বা পাটের কাপড়। কিন্তু আধুনিক শিল্পীরা ক্যানভাস, কাঠ, এমনকি ধাতুর উপরও কালীঘাট শৈলীতে ছবি আঁকছেন।
  - **বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ:** আধুনিক কালীঘাট পটচিত্র শুধুমাত্র ঐতিহ্যবাহী বিষয় নয়, বরং সমসাময়িক বিষয় যেমন পরিবেশ দূষণ, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদিও তুলে ধরে।
  - **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:** কালীঘাট পটচিত্র এখন শুধু বাংলায় নয়, বরং আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে কালীঘাট পটচিত্রের প্রদর্শনী আয়োজিত হয় এবং শিল্প সংগ্রাহকরা এগুলো সংগ্রহ করেন।
- সামগ্রিকভাবে, কালীঘাট পটচিত্র একটি গতিশীল এবং প্রাসঙ্গিক শিল্পরীতি। এটি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আধুনিক শিল্পকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

উপসংহার

- **বিখ্যাত শিল্পী এবং তাদের কাজ:**
- **কালীঘাটের পটুয়া:** শিল্পের প্রথম প্রবক্তা
- **যামিনী রায়:** বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, কালীঘাট শিল্পের অনুপ্রেরণায় তার অনেক কাজ আছে
- **জয়নাল আবেদিন:** আধুনিক কালীঘাট শিল্পের পথিকৃৎ

কালীঘাট পটচিত্র শুধুমাত্র একটি শিল্পকর্ম নয়, এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের প্রতিচ্ছবি। এর মূল্যায়ন একাধিক দিক থেকে করা যেতে পারে:

ঐতিহাসিক মূল্য: কালীঘাট পট, বাংলার ঔপনিবেশিক যুগের এক অনন্য দলিল। এই পটচিত্রগুলির মাধ্যমে আমরা সেই সময়ের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, এমনকি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি।

সামাজিক মূল্য: কালীঘাটের পটুয়ারা তাদের সময়ের সামাজিক সমস্যাগুলি তুলে ধরতে পটচিত্রকে ব্যবহার করেছেন। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা সামাজিক ব্যাধির সমালোচনা পাওয়া যায় এই পটচিত্রগুলিতে। এগুলি আমাদের তৎকালীন সমাজের অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে।

শৈল্পিক মূল্য: সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্যের মতো চিত্রকলাও একটি শিল্প মাধ্যম। কালীঘাটের পটচিত্র শিল্পীরা তাদের নিজস্ব শৈলী, রঙের ব্যবহার, বিষয় নির্বাচন এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের জন্ম দিয়েছেন। এই শিল্পকর্মগুলি আজও তাদের শৈল্পিক মূল্যের জন্য প্রশংসিত হয়।

ধর্মীয় মূল্য: কালীঘাট মন্দিরের আশেপাশে এই শিল্পকর্মের উদ্ভব হওয়ায়, প্রাথমিকভাবে হিন্দু দেবদেবী এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলি এই শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল। এই পটচিত্রগুলি তৎকালীন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

অর্থনৈতিক মূল্য: আজ, কালীঘাট পটচিত্রগুলির অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম। জাদুঘর, শিল্প সংগ্রাহক এবং শিল্পপ্রেমীরা এই পটচিত্রগুলি সংগ্রহ করতে এবং সংরক্ষণ করতে আগ্রহী। এটি শিল্পী এবং শিল্প বিক্রেতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস।

সামগ্রিকভাবে, কালীঘাট পটচিত্র শুধুমাত্র একটি শিল্পকর্ম নয়, এটি বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর ঐতিহাসিক, সামাজিক, শৈল্পিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম।

SREERUPA BHATTACHARJEE

ASSISTANT PROFESSOR

DEPARTMENT OF HISTORY

KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA